বার্ষিক সাধারণ সভায় গুণমানের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১৭-১৮) অনুষ্ঠিত হল ১১ আগস্ট, ২০১৮ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসত শহরে জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার অঙ্গনা সভাগৃহে। বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে ‘পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার গুণমানের অবস্থা এবং ওয়েবেনের মতো সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, শেখার সাথী সংগঠনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত মজুমদার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাস। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন ক্রাই, কলকাতার পক্ষে সুশান্ত চক্রবর্তী। আলোচনার শুরুতে ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং বলেন, ‘শিক্ষার অধিকার একসময় মৌলিক অধিকার ছিল না, বর্তমানে তা মৌলিক অধিকার হলেও সকল শিশুর কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেলেও ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের নীচে শিশুরা বিদ্যালয় ছুট হয়ে যাচ্ছে। ওয়েবেন এই শিশুদের নিয়ে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অভিভাবক, গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে সক্রিয় করতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব’।

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত বলেন, ‘গুণমানের শিক্ষা কাকে বলব এই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই, পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। ... শিক্ষার গুণমানের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার সকলের দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষাকে স্বাস্থ্য পুষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। লেখাপড়া আনন্দদায়ক হতে হবে’। তিনি শিক্ষা বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার জন্য ওয়েবেনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। শেখার সাথী সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার ডঃ দেবব্রত মজুমদার বলেন, ‘শিশুরা যে বই পড়ছে সেই বই শিশুদের পছন্দসই হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যবই শিশুর অবস্থানের সাথে মিলিয়ে করা প্রয়োজন।’ তিনি বলেন, সংরক্ষণ বিষয়ে যে মাঝে মাঝে বিতর্ক হয়, সেখানে এটাও বলা প্রয়োজন যে, আমরা ‘সংরক্ষিত পাঠক্রম’ - এর মধ্যে দিয়েই লেখাপড়া শিখি। শিশু প্রতিদিনের কাজের থেকেই শেখে, তাই প্রতিদিনকার কাজগুলি পাঠক্রমের অর্ন্তভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যখন আমরা গুণমানের শিক্ষার কথা বলি তখন পাঠক্রম নতুন করে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে জানান, একজন শিক্ষককে বর্তমানে মিড-ডে মিল সহ নানাবিধ করণিকের কাজ করতে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তাঁর পক্ষে শিক্ষার কাজে যুক্ত থাকার সময় থাকে না। শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র জীবিকার জন্য জ্ঞান অর্জন করা নয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গুণমানের শিক্ষার জন্য সঠিক পরিকাঠামোর দিকেই নজর দেওয়া প্রয়োজন। *শেষাংশ ২ পাতায় ...*

সমপ্রাণ
জুলাই-অক্টোবর ২০১৮
ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র
WBEN আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত WBEN

গুণমানের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছেন অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

আবৃত্তি করছেন অপর্ণা দাস

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

শিশু সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত শিশু নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হয়েই চলেছে। বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় যেখানে শিশু লেখাপড়া শিখতে যায় তাঁর সার্বিক বিকাশের জন্য সেখানেও শিশুর ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এমনকি যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটছে। ঘটনা ঘটার পর অভিযুক্তের শাস্তির দাবি বা শাস্তির ব্যবস্থা করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না, একথা সবাই জানে। প্রয়োজনে এমন ব্যবস্থা নেওয়া যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে। যদি কখনও ঘটে তাহলে কোনও ফাঁক দিয়ে দোষী যেন পার না পায় সে ব্যবস্থাও নেওয়া প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে নানা আইন, নির্দেশ থাকলেও সার্বিকভাবে শিশুদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধে বা শিশু সুরক্ষায় কোনও নীতি কার্যকর নেই। ধারাবাহিকভাবে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় সমাজের সকল স্তরের মানুষই উদ্বিগ্ন।

আশার কথা আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয়ে শিশুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং তাঁদের সুরক্ষার কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ আয়োগের পক্ষ থেকে 'সেফ স্কুল পলিসি' প্রকাশ করা হয়েছে। এই 'সেফ স্কুল পলিসি' তুলে দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের হাতে। যাতে তা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকর করা হয়। এই উদ্যোগে শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সাথে সহযোগিতা করেছে কিছু স্বেচ্ছসেবী সংগঠন।

আশা করা যায়, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আমাদের রাজ্যের শিশুদের সুরক্ষার কথা ভেবে তা শীঘ্রই কার্যকর করবে। কেবলমাত্র বিজ্ঞপ্তি দিলেই কাজ হবে না। সঠিকভাবে এই নীতি কার্যকর করার জন্য তদারকি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতনতাও প্রয়োজন। যে কোনও আইন বা নীতি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের উপযুক্ত ও দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন জরুরি, তেমনই প্রয়োজন মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। শিশু সুরক্ষা আয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে সফল করতে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেই। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে শিশু সুরক্ষার বিষয়টি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সমাজকর্মীদের। সকলে মিলে চেষ্টা করলে সুফল পাওয়া যাবে এই আশা করাই যায়।

পুস্তক পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা - পরিবর্তনের সম্ভাবনা

'প্রতীচী ইন্সটিটিউট' এব 'শিক্ষা আলোচনা' সম্প্রতি (জুলাই, ২০১৮) পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকা, গবেষক, সমাজকর্মী সকলে সম্মিলিতভাবে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। এই প্রতিবেদনের ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। ভূমিকায় তিনি শিক্ষা আলোচনা সম্পর্কে লিখেছেন এবং প্রতিবেদনের বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের উন্নতি হলেও শিক্ষক বন্টনে রয়েছে বৈষম্য। বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। অন্য দিকে বহু জায়গায় শিক্ষকের অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা কম। তিনি আরও একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য ছাড়াও বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচালনায় ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের ইতিবাচক ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন। পাশাপাশি তিনি বেশকিছু বিদ্যালয়ে এই মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগে দুর্বলতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যালয় পরিচালনায় উন্নতির জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকতা, উৎসাহ, পরস্পরের সহযোগিতা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই বিষয়গুলির গুরুত্ব যেমন আছে তেমনই গুরুত্ব রয়েছে ন্যূনতম আর্থিক সহায়তার। এই প্রতিবেদনে একটি হিসেব করে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য গড়ে প্রতিবছর আরও ন্যূনতম ৬৯,০০০ টাকা সাহায্যের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের জন্য বর্তমান বরাদ্দ ও ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তাও হিসেব করে দেখানো হয়েছে এই প্রতিবেদনে। শিক্ষকদের পরস্পরের থেকে শেখা, সম্মিলিতভাবে কাজ করা ও আন্তরিকতার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই প্রতিবেদনে এমন বিদ্যালয়ের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা ভগ্ন দশা থেকে শিক্ষকদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় এক উদাহরণযোগ্য বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এমন ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বহু বিদ্যালয়েই। জেলাভিত্তিক তেমন বিদ্যালয়ের নামের তালিকা এই প্রতিবেদনের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তালিকায় নাম না থাকলেও এমন আরও বিদ্যালয় রয়েছে আমাদের রাজ্যে। ইতিবাচক অভিজ্ঞতা আরও অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহিত করবে এই বিশ্বাস রাখা যেতেই পারে।

Primary Education in West Bengal - The Scope for Change, Pratichi Institute and Shiksha alochana, July, 2018

১ পাতার শেষাংশ....

সকলের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিয়ে আলোচনা করেন সঞ্চালক সুশান্ত চক্রবর্তী।

এরপর তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন ও মতামত আহ্বান করেন। সমগ্র আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের ওপর ভিত্তি করে স্বপন পণ্ডা একটি দাবিপত্র তৈরি করেন এবং পড়ে শোনান এবং তা চূড়ান্ত করার জন্য সকলের মতামত চান।

দাবিগুলি নিম্নরূপ

- ১৫ দিন অন্তর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক/জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন।
- শিক্ষক/শিক্ষিকাদের হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নন টিচিং স্টাফ নিয়োগ করতে হবে
- প্রতিমাসে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সভা করতে হবে, যেখানে পড়াশোনার মান নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।
- বর্তমানে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাঁদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিযুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষা মানে 'চাকরি পাওয়া'এই ধারণার পরিবর্তন করতে ধারাবাহিকভাবে নিবিড় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে সকল বিদ্যালয়ে ভাল গুণমানের শিক্ষা কার্যকর হচ্ছে সেইসব বিদ্যালয়ের অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তা দেখার ও মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিতে হবে।
- সঠিক সময়ে শিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করা ও সময় মতো সরবরাহ করতে হবে।
- আইন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন করতে হবে।
- মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিশুদের বয়সসীমা স্থির করা।
- বিদ্যালয়ে আমাদের সন্তানদের প্রথম হতে হবে এমন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সবরকম সুযোগ তৈরি করতে হবে।
- শিশুদের সুরক্ষা নীতি কার্যকর করতে হবে।

উপস্থিত সকলে এই দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এই দাবিগুলি নিয়ে পোস্টার তৈরি করা হবে এবং শিক্ষা দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। বাচিক শিল্পী অপর্ণা দাস আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় পর্বে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রতিনিধিদের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়। ভাল কাজের ডকুমেন্টশনের ব্যবস্থা, ব্লকস্তরে ও জেলাস্তরে কমিটি গঠন, ছাত্রছাত্রীদের দল তৈরি করা, শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ জেলা সংস্করণের খবর সংগ্রহ করা ও সকলের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি পরামর্শ দেন প্রতিনিধিরা। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জেলার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে কমিটি গঠন অথবা নির্দিষ্ট সংগঠন বা ব্যক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কের কাজ পরিচালনা করা হবে। রাজ্য কার্যকরী কমিটি গঠনের জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিদের নাম নেওয়া হয় এবং কমিটি গঠন করা হয়। রাজ্য কমিটি গঠনের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া যে সকল জেলায় এখনও বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, সেইসব জেলায় নিজেদের উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হবে। আগামী ৩১ আগস্ট, ২০১৮ এর মধ্যে রাজ্য অফিসে জেলার পক্ষে সভার তারিখ জানাতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজ্যের ১০টি জেলা থেকে এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি মিলিয়ে মোট ৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠন সংবাদ

জেলা নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে গত ১০ জুলাই, ২০১৮ ব্যারাকপুরে দেবপুকুরে 'এমিল অ্যাকাডেমি'-তে জেলা বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌরগোপাল সরদার। রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ওয়েবেনের বর্তমান পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাক্তন রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কাজের কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

বক্তব্য রাখছেন রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা

জেলা কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডীর সদস্য দিলীপ পাল নেটওয়ার্কের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনার পর জেলার নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। জেলা আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হন দিলীপ পাল। সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সলিল গুপ্ত।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে গত ২১ জুলাই, ২০১৮ এগরা - ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে জেলা বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা ওয়েবেন গড়ে ওঠার ইতিহাস, শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি, গুণমানের শিক্ষা, সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এগরা - ২ নং ব্লকের

বক্তব্য রাখছেন বিডিও রবীন্দ্রনাথ বাড়ৈ

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ বাড়ৈ সামাজিক পরিবর্তন এবং শিক্ষার গুণমান প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ওয়েবেনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। এগরা - ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরতি মুণ্ডা শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম বন্ধ করতে তাঁদের উদ্যোগের কথা এবং ওয়েবেনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন এগরা - ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রকাশ রায়চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন এগরা - ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ লিপিকা মহান্তী। বক্তব্য রাখেন ওয়েবেনের প্রাক্তন রাজ্য আহ্বায়ক দীপালি নন্দী। জেলা আহ্বায়ক সমরবরণ মান্নার প্রতিবেদনের ওপর জেলার ১০টি ব্লকের প্রতিনিধিরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ জন সদস্যের একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরদাস মণ্ডল।

পূর্ব বর্ধমান জেলা

পূর্ব বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের অন্তর্গত পুটশুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিঘা গ্রামের বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ে। সভার শুরুতে বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা সহ সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরুণ সাঁই। প্রতিনিধিদের পরিচয় পর্বের পর ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক ওয়েবেনের ইতিহাস, কাজের প্রকৃতি, আগামীদিনে ওয়েবেনের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিবর্তে বর্তমানে যে শিক্ষা অধিকার আইন সংশোধন করা হচ্ছে এবং আমাদের রাজ্যেও পাস-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে তার বিরোধিতা করে শিশুদের গুণমানের শিক্ষার স্বার্থে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের পক্ষে কথা বলেন এবং বিধায়ক প্রদীপ

বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা

কুমার সাহার কাছে আবেদন জানান, তিনি যেন এই বিষয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন। বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং শিশু সুরক্ষায় গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি নিয়ে ওয়েবেনের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন।

এরপর বিঘা গ্রামে বিক্রমশীলা স্কুল গড়ে ওঠার ইতিহাস, সাফল্যের ইতিহাস, ওয়েবেনের সাথে সম্পর্ক, বর্তমানে বিদ্যালয়ের সাথে গ্রামের মানুষদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অরুণ কুমার সাঁই। তিনি ব্লকস্তরে কমিটি গঠনের মাধ্যমে জেলা সংগঠন তথা ওয়েবেনের কাজকে গতিশীল করার কথা বলেন।

বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা ওয়েবেনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং এই ধরনের কাজে পাশে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ধারাবাহিক ও সামগ্রিক

সংগঠন সংবাদ

মূল্যায়নের বিষয়ে বিধানসভায় কথা বলবেন বলে জানান। তিনি কুসংস্কার বিরোধিতা ও বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয়ের এক গরিব ছাত্রের সাফল্যের কাহিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেন। এরপর দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর মন্তেশ্বর, কেতুগ্রাম, পূর্বস্থলী -১ এবং পূর্বস্থলী - ২ এই চারটি ব্লকের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা কমিটি গঠন করা হয়। জেলা কমিটি থেকে রাজ্য কার্যকরী কমিটির জন্য ২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, মজিবর রহমান শেখ এবং প্রসেনজিৎ সরকার। জেলা আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় মজিবর রহমান শেখকে। ব্লক স্তরেও কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সদস্যপদ নবীকরণ এবং সদস্যদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট মতামত, ভাবনা ও জেলার কর্মপদ্ধতিগুলি উঠে আসার পাশাপাশি তথ্যের আদানপ্রদান, ওয়েবেন কেন্দ্রিক ভাবনা এবং শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘন ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত খবর পাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সেই বিষয়ে অভিযোগ জানানোর কাজ সহজ হবে বলে জানান মজিবর রহমান শেখ। জেলায় আগামী দিনে নিয়মিত সভা এবং কাজের পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় মোট ১৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর দিনাজপুর জেলা

উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করেছিল গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রায়গঞ্জের রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে। সভার শুরুতে বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা আহ্বায়ক কবিতা দাস। সভায় রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনীর প্রতিনিধি কল্পনা রায় এবং দিনাজপুর জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে রেখা সরকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগে ওয়েবেনের ভূমিকা, কর্মসূচি, শিশু সুরক্ষায় ওয়েবেনের কাজ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত ''সেফ স্কুল পলিসি'' নিয়েও আলোচনা করেন। সুস্মিতা গুহ বাল্যবিবাহ, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে নতুন জেলা কমিটি গঠন হয়। জেলা আহ্বায়ক হিসেবে কবিতা দাস পুনর্নির্বাচিত হন।

বক্তব্য রাখছেন রেখা সরকার

মালদহ জেলা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়েছিল মালদহ শহরে মহেশপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রশিক্ষণ কক্ষে। সভার শুরুতে সকল প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান বিশ্বজিৎ বোস। পরিচয় পর্বের পর রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল ওয়েবেনের কাজ, আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতীক চৌধুরী। জেলার ৭টি ব্লকের ১১টি সংগঠনের প্রতিনিধি এই বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক এবং সমাজকর্মীরা। আলোচনা শেষে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন জেলা আহ্বায়ক নির্বাচিত হন নারায়ণী ব্যানার্জী হালদার।

সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

মালদহ জেলায় শিক্ষা বিষয়ে সভা

উত্তর মালদহ নারী ও শিশু সমাজ উন্নয়ন সমিতি এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের শিক্ষা বিষয়ক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮। খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভায় প্রথম পর্বে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এষা পারভিন এবং তহিদা খাতুন। নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান পারভিনা খাতুন, স্থানীয় থানার আই সি অমিত কুমার মিশ্র দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল ওয়েবেনের গড়ে ওঠার ইতিহাস, বর্তমান কর্মসূচি, শিক্ষা অধিকার আইন, শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য দিলীপ পাল ওয়েবেনের সাংগঠনিক রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য কবিতা দাস ওয়েবেনের পক্ষে তাঁর জেলার কাজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এই সভায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন শেলি খাতুন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন তানিয়া রায় এবং সুস্মিতা গুহ। আলোচনার শেষে ওয়েবেনের কাজকে প্রসারিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠনটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নাজমুল হক চৌধুরী।

বক্তব্য রাখছেন দিলীপ পাল

সংগঠন সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাপু-র কার্যালয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ৯টি ব্লকের প্রতিনিধি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আগামী ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ জেলার বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হবে। এদিনের সভায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য দিলীপ পাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার পরিকল্পনা করতে সহায়তা করেন। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি এবং ওয়েবেনের ভূমিকা, শিশু সুরক্ষা এবং ওয়েবেনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সমীক্ষা ও গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সমীক্ষা ও গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদ-এর কার্যালয় সামাজিক ন্যায় ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ৯টি জেলার (পূর্ব বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ২৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ওয়েবেনের রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য অরূপ দাস প্রথমে ওয়েবেনের কাজের সাথে সমীক্ষার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন তথ্য সংগ্রহ সমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্যের সাথে পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক, সঠিক তথ্য কীভাবে যাচাই করে নিতে হবে, তথ্যসূত্র কেন দেওয়া প্রায়োজন, কোন তথ্য কার কাছ থেকে সংগ্রহ করব, কোথা থেকে সংগ্রহ করব, কেন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকারীর সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বক্তব্য রাখছেন অনিল কুমার ভুঁইয়া

পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনিল কুমার ভুঁইয়া সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন।

ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কমিটির কাজ ও দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন । কী কী তথ্য রাখতে হবে সে বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন।

তিনি বলেন গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি নিয়ে সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি, বিগত বছরে যে সকল গ্রামে ১৪ থেকে ১৮ বছরের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু এবং যে সকল বিদ্যালয়ে পানীয় জল এবং শৌচালয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, পুনরায় সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অবস্থা জানা হবে এবং যে সকল জেলায় বিগত বছরে সমীক্ষা করা হয়নি, সেই জেলাগুলিতেও সমীক্ষা করা হবে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সভা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম গত ১৭ অগস্ট, ২০১৮ সারাদিন ব্যাপী এক সভার আয়োজন করে কলকাতার আইপার সভাগৃহে। সভায় উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান অমিতা সেন। আশিস কুমার রায় জানান, বর্তমানে মোট ৩৭টি সংগঠন এবং ৪টি নেটওয়ার্ক এই ফোরামের সাথে যুক্ত হয়েছে। তিনি ফোরামের কিছু কাজের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন। স্বপন পণ্ডা আমাদের রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। রাইট টু এডুকেশন ফোরামের জাতীয় আহ্বায়ক অম্বরীশ রাই দেশের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সম গুণমানের শিক্ষা, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, শিক্ষায় বৈষম্য, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ণের গুরুত্ব, সমগ্র শিক্ষা অভিযান বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন শিক্ষাকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তুলতে হবে। তিনি এই ফোরামের সাথে শিক্ষক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। তিনি বিভিন্ন নির্বাচনের সময় শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

বক্তব্য রাখছেন জাতীয় আহ্বায়ক অম্বরীশ রাই

আলোচনা শেষে একটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রবীর বসু এবং স্বপন পণ্ডা যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের আরও একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার আইপার সভাগৃহে। সভার শুরুতে ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রবীর বসু এবং স্বপন পণ্ডা উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। স্বপন পণ্ডা বলেন, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের বিষয়ে আলোচনার পর ফোরামের ভূমিকা কী হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির বাস্তব অবস্থা সমীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সাথে আলোচনার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধি অমৃতা সেনগুপ্ত বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের নিয়ে তাঁরা সরকারের সাথে কীভাবে কাজ করেন সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মেচবাহার সেখ বলেন, গ্রাম সংসদ ভিত্তিক শিশু তথ্যপঞ্জীর মাধ্যমে সরকার চেষ্টা করছেন বিদ্যালয় ছুট শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে। শিক্ষাবন্ধু, প্যারাটিচারদের দায়িত্ব চিহ্নিত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা। এছাড়াও তিনি নিয়মিত উপস্থিতির নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের নিয়ে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

এরপর মহাশ্বেতা বিশ্বাস জানান, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিষয়ক সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষের পথে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী ৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে একটি কমিটি আলোচনা করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করবেন। সভার দ্বিতীয় পর্বে গুণমানের শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযান নিয়ে আলোচনা হয়।

শিক্ষা - সুনিশ্চিত করা জরুরি

আশিস কুমার রায়*

সবার জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে নানা প্রতিশ্রুতি-পদক্ষেপ-আন্দোলন-কোনো কিছুই আমাদের সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই আমরা এখনও নানাভাবে পৃথিবীর আরো অনেক দেশের থেকে পিছিয়ে এবং এই বাস্তব সত্যটা কোনো তথ্য বা বুজরুকি দিয়ে ধামাচাপা না দেওয়াই ভাল-কারণ তাতে আখেরে ক্ষতিই হবে। আর এর কারণ আমাদের পিছিয়ে থাকার ঐকান্তিক রাজনৈতিক বাসনা, রাজনৈতিক বাতাবরণে আবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা।

একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক, ২০০১-০২ সালে দেশের সমস্ত জেলায় শুরু হয় ''সর্ব শিক্ষা অভিযান''। ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির অন্যতম। এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রায় ২০ কোটি ভারতীয় শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার আঙ্গিনায় সুনিশ্চিত করা। উদ্দেশ্য ছিল, ২০১০ সালের মধ্যে-মানে ১০ বছরের মধ্যে ভারতের ৬ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স অবধি সব শিশুদের প্রথাগত বিদ্যালয়ে দাখিল করা এবং তারা সবাই যাতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে-বিনা বাধায় লেখাপড়া শিখতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে যে সকল কৌশলগুলি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ যে কৌশলটির কথা ভাবা হয়েছিল তা হল - ভারতের প্রতি জনবসতির এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

দ্বিতীয় যে কৌশলটির উপর আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকি তা হল-যে এলাকার বিদ্যালয় বা যেখানে বিদ্যালয় নতুন করে স্থাপনের কথা ভাবা হচ্ছে সেই এলাকার মানুষদের বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। যাতে এলাকার মানুষজন বিদ্যালয়ের প্রতি দ্বায়বদ্ধ থাকেন। যখনই এটা সম্ভব হবে-তখনই বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা পরিচ্ছন্ন ও সংগঠিত হবে।

এগুলি ছাড়াও আরো নানারকম কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয়।

কিন্তু দশ বছরের লক্ষ্য আমরা পূরণ করতে পারিনি। প্রচুর সম্পদ খরচ হয়েছে, প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই কাজে যোগ দিয়েছেন - কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। কেন পারলাম না আমরা? সেই নিয়ে কোন অনুশোচনা বা দায়ভার গ্রহণ করতেও কাউকে দেখিনি। আর তা নিয়ে শিক্ষিত সমাজ ও কেন চুপ তাও বুঝতে পারিনি।

এরই মধ্যে ২০০৯ সালে-শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে সমস্ত শিশুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য-বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু-শিক্ষার অধিকার আইন (The Right of Children to Free and Compulsory education Act) পাশ হয়— যা এক দীর্ঘ আন্দোলনের ফল-দীর্ঘ প্রতিক্ষার ফল।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম - এই RTE Act যে অবস্থায় আমাদের কাছে এলো তা একেবারেই কাম্য ছিল না। এটা ঠিক লেজ আর মাথা হীন এক মাছ। প্রাক্-প্রাথমিক অংশটি এবং নবম শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত খুব চতুরতার সাথে বাদ রেখে দেওয়া হল।

যে বাচ্চা গুলো ৬ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণিতে যায়নি তারা সরাসরি কীভাবে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হবে এবং কাঙ্খিত সামর্থ্যে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে-এটা ভাবার কোন প্রয়োজন মনে হল না। পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যারা ''বাধ্যতামূলক'' ভাবে লেখাপড়া করে এলো সেই সব ছেলেমেয়েদের কোন যুক্তিতে আমরা বলছি যে তোমাদের জন্য লেখাপড়া আর বাধ্যতামূলক নয়—আর না করলেও চলবে। তবুও আমরা মেনে নিলাম আন্দোলন চলতে থাকল—আজ ২০১৮ তে এসে আমরা দেখছি ওই আইনে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সবকিছু আমরা দেশের মাত্র ১০% বিদ্যালয়ে করতে পেরেছি।

আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ—আবার দেশকে পিছিয়ে দিতে তারা আরো একধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি যে ২০০৯/১০ আমরা প্রথম করেছি তা নয় এর আগেও আমরা ১৯৫৩ সালে - সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম-কিন্তু তখনও তা পূরণ করতে সমর্থ হয়নি।

১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন তৈরি হল-এই কমিশনের অন্যতম সুপারিশ -প্রতিবেশি বিদ্যালয়ের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা-যা বাস্তবে রূপায়িত করতেও আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। এরপর অনেক শিক্ষাবিদ-সংস্থা ও গুণিজনেরা নানা মতামত দিয়েছেন কিন্তু আমরা শুনিনি। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় অনেক অর্থ-মেধা পরিশ্রম বিনিয়োগ হচ্ছে - আগেও হয়েছে। আমরা মানি এটা খুবই জরুরি কিন্তু প্রাথমিক-মাধ্যমিক এই স্তরগুলিতে অনেক বেশি বিনিয়োগ দরকার। যা হয়নি এবং হচ্ছে তাও না-এটাই একটা নোংরা রাজনীতি। দেশের অধিকাংশ মানুষকে ঠকিয়ে ভুল বুঝিয়ে -মাত্র ১ বা ২ শতাংশ মানুষকে সব রকম সুবিধা পাইয়ে দেবার যে প্রয়াস স্বাধীনতার পূর্বেই আমরা শুরু করেছিলাম তা এখনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আজ আমরা আবার এক ভয়ঙ্কর নোংরা রাজনীতির সামনে দাঁড়িয়ে। জাতীয় স্তরে শুরু হয়েছে ''সমগ্র শিক্ষা অভিযান''-আগের 'সর্বশিক্ষা অভিযানের' আধুনিক রূপ। এই বিশেষ প্রকল্পটির নাম ''বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিশু-শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯'' যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে তা সুনিশ্চিত করবে। একমাত্র আমাদের দেশের পক্ষে এইরকম একটা প্রকল্পের কথা ভাবা সম্ভব যা একটি আইনকে সঠিক রূপে সার্থক করতে সাহায্য করবে। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের আইনগুলির অবস্থা কতটা সঙ্গীন। আইনও কতটা নিরুপায়। অসহায়।

গত ১০ বছরের দেশের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইনকে ১০ শতাংশের বেশি বিদ্যালয়ে রূপায়িত করা গেল না, তা কীভাবে একটি বিশেষ প্রকল্প দিয়ে সুনিশ্চিত করা যাবে-এই বিষয়টি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।

আর অনেকেই আমাদের-আপনাদের মতো সাধারণ মানুষকে একসাথে ভাবতে হবে-আরো মানুষকে ভাবাতে হবে।

সরকারের তৈরি করা আইন-মানে সরকার তা মেনে চলতে বাধ্য। আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য অথচ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর 'শিক্ষা' নিয়ে যে লুকোচুরি চলছে যেভাবে একটার পর একটা প্রজন্মকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে -তা সত্যিই খুবই ভয়ানক। একমাত্র শিক্ষাই পারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে-শিক্ষা নিয়ে বোকা বানানোর খেলা বন্ধ করতে। তাই সবাই এক হলে ''বিনা .....আইন, ২০০৯'' কে সর্বতভাবে দেশের সব বিদ্যালয়ে প্রণয়ন ও কার্যকরী করার দাবি থেকে আমাদের সরলে চলবে না আর তার সাথে ''সমগ্র শিক্ষা অভিযান'' এর নকল মোয়া হাতে নিয়ে নিজেদের দ্বায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাবেন না।

পাশাপাশি—প্রাক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরকেও যেন এই ''বিনা ব্যয়ে .....আইনের আওতায় আনা যায় তার দাবীও চালিয়ে যেতে হবে।

প্রকল্পের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে দেশের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হলে-সেই দেশে গণতন্ত্র-আইনতন্ত্র-জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

শুধু পশ্চিমবাংলতে বর্তমানে ৩ কোটির বেশি শিশু বসবাস করে। রাজ্যের সবাই এক হয়ে এই শিশুদের শিক্ষা-হ্যাঁ প্রথাগত শিক্ষা যাতে সুনিশ্চিত করতে পারি তার জন্য সরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগ-সবার একসাথে এগিয়ে আসা উচিত। নিজেদের জন্য-নিজেদের শিক্ষিত করার জন্য এই প্রতিজ্ঞা খুবই জরুরি।

*আন্তর্জাতিক শিশু-সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত সংস্থার সাথে যুক্ত।

জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা

তপন কুমার দাস

জাপানে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। জাপানের মাতৃভাষা জাপানি। ৯৯ শতাংশ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত সামলানোর পর ১৯৪৭ সালে জাপানে শিক্ষার জন্য আইন পাশ করা হয়। সেই আইনে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রভাবে আছে। এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বছরের জন্য আর পরবর্তী ৩ বছর নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, পরবর্তী ৩ বছর উচ্চমাধ্যমিক স্তর এবং ২ অথবা ৪ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর।

প্রাথমিক শিক্ষার পর্বে শিশুদের কিন্ডার গার্ডেন আর ডে কেয়ার সেন্টার প্রদান করা হয়। পাবলিক এবং ডে কেয়ার সেন্টার ১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের গ্রহণ করে। কিন্ডার গার্ডেনে খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে উচ্চারণও ভালভাবে শেখানোর ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষকরা এমনভাবে শিক্ষাদান করেন যাতে পরবর্তী স্তরে ভালভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে যেতে পারে শিশুরা এবং সেখানে যোগ্যতার পরিচয় রাখে।

জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শুরুর আগে একটু জেনে নিই এই দেশের কথা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র জাপান। ৪টি বৃহৎ দ্বীপ-সহ প্রায় ৬ হাজার ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গংিত জাপান দেশ। হোনশু, হোক্কাইদো, কুশু ও শিকোকু দ্বীপগুলোতেই জাপানের মূল ভূখণ্ড। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শোগুন নামক এক শাসকের অধীনে ছিল এই জাপান। পূর্ব এশিয়ার ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৪৪ বর্গমিটার এলাকার এই দেশের রাজধানী টোকিও। জনসংখ্যা ১২ কোটি ৭০লক্ষ। মুদ্রা ইয়েন, প্রধান ভাষা জাপনিজ। বিশ্বের ধনীদেশগুলির চতুর্থ স্থানে অবস্থান এই দেশের। ১৯৪৭ সালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র গৃহীত হয় জাপানে।

এবার শিক্ষার কথায় আসা যাক। শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে জাপান বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। এখানে শিশুদের জন্য সুযোগ-সুবিধা তাদের সুস্থ মস্তিষ্ক বিকাশের উপযোগী হিসেবে গণ্য। সব কিছুতেই শিশুদের প্রাধান্য সবচেয়ে আগে। শিশুদের খেলাধুলার জন্য যেমন মাঠ আছে, তেমনি প্রতিটি শপিংমল, হল এমনকী রেস্তোরাঁতেও শিশুদের জন্য আলাদা কর্নার করা থাকে। আর সরকারিভাবে তো খেলাধুলার জন্য জিমনশিয়াম, আর্ট সেন্টার সহ অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা থাকে।

জাপানে সরকারিভাবে বর্ষ শুরু হয় এপ্রিল থেকে, শেষ হয় মার্চ মাসে। সে শিক্ষাবর্ষ, অর্থবর্ষ কিংবা কর্মবর্ষ যাই হোক না কেন। জাপানে কোনও শিক্ষা বোর্ড নেই। এখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষাস্তরে কোনও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না কোনও শিক্ষার্থীকে। শিক্ষার কাঠামোগত স্তরবিন্যাসগুলো অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং বাস্তবসম্মত। সরকারি কিংবা বেসরকারি উভয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা এক ও অভিন্ন। এমনকী রাজপরিবারে জন্ম নেওয়া সদস্যদের জন্যও বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। কোনও শিশুকে স্কুল থেকে ঘরে যেতে দেওয়া হবে না এটাই জাপানের বাধ্যতামূলক শিক্ষা পদ্ধতির নিয়ম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গাইডলাইন অনুসারে স্কুল এডুকেশন ল' ১৯৪৭ - কে ভিত্তি করে পরিচালিত হয় সরকারি ও বেসরকারি উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা। তা শুরু হয় এপ্রিল মাসের ১ তারিখ থেকে। ৬ বছর পূর্ণ হলে শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। সরকার-ই চিঠির মাধ্যমে আগে তা জানান দিয়ে থাকে। এপ্রিল মাসের ২ তারিখ থেকে পরবর্তী এপ্রিল মাসের ১ তারিখ জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুই একই শিক্ষাবর্ষের হিসাবে পরিগণিত।

স্থানীয় প্রশাসন চিঠির মাধ্যমে এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের বিস্তারিত খবর জানিয়ে অভিভাবকদের জানান দিয়ে থাকে। অভিভাবকেরা নিজেদের পছন্দের বিদ্যালয়ে শিশুটিকে নিয়ে যান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিতি করানোর জন্য। যদিও সব শিশুই আগে থেকেই জেনে থাকে সে কোন বিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে। সরকার নির্ধারিত বিদ্যালয়ের বাইরে পড়াতে ইচ্ছুকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার এই স্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুটি ভাগ আছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আছে স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট। এ সবে প্রতিবন্ধী বাচ্চারাও খুব সম্মানের সঙ্গে সাধারণ বাচ্চাদের মতোই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, কিন্তু তাদের পরিচর্যা করা হয় বিশেষভাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা সোম থেকে শুক্র সপ্তাহে ৫ দিন করে সারাবছর সাধারণত ৩৫টি সপ্তাহ ক্লাস করে। জাপানে গ্রেড টপকানোর কোনও নিয়ম নেই এবং প্রতিটি গ্রেডই বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলক শিশুরা যেগুলো পড়ে সেগুলি হল — জাপানি, সোশ্যাল স্টাডিজ, গণিত, বিজ্ঞান, লাইফ স্টাডিজ, মিউজিক, ড্রইং অ্যান্ড ক্রাফট, হোম ইকনোমিক্স, ফিজিক্যাল এডুকেশন। এছাড়াও পড়তে হয় মরাল এডুকেশন এবং সঙ্গে সঙ্গে অংশ নিতে হয় বিশেষ কার্যক্রম ও সমন্বিত পাঠক্রমের।

শিক্ষকমণ্ডলী খুবই দক্ষ। তাঁদের মেধা, শ্রম, সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে শিক্ষাকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেছেন যে, সাধারণ জাপানিরা এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর খুব আস্থাশীল এবং শিক্ষকদের খুব সম্মান করেন। প্রতি দশ বছর জাপানে বাস্তবসম্মত প্রায়োগিক শিক্ষাক্রমগুলো পর্যালোচনা ও উন্নততর করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য তাঁদের নির্দিষ্ট কোনও ইউনিফর্ম থাকে না। তবে বিদ্যালয়ে এসে শিশুরা বাইরের জুতো খুলে একজোড়া বিশেষ জুতো পরে স্কুলে প্রবেশ করে। তবে নির্দিষ্ট পোশাক না থাকলেও এক একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চেনার জন্য ভিন্ন রঙের টুপি থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক একটি ক্লাসের সময়সূচী ৪৫ মিনিট এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০ মিনিট। ক্লাস ঘরগুলো সাধারণত দেখতে একরকম হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খাবার বিদ্যালয় থেকেই পরিবেশন করা হয়। এই খাবারের মান নিশ্চিত করার জন্য থাকেন একজন ডায়টেশিয়ান, যিনি শিশুদের জন্য প্রতিদিনের ক্যালরি মেপে ব্যালান্স ডায়েট দিয়ে থাকেন। প্রতিদিনের মেনু ধরে খাবার তৈরি করেন একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুক। প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব রান্নাঘর আছে, যেখানে খুবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় খাবারের গুণগত মান। দৈনিক আহারের সময় শিশুরা অতন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তা গ্রহণ করে থাকে। তাদের প্রতিদিন খাবার গ্রহণের পূর্বে নিয়ম করে জানানো হয় তারা কী খাচ্ছে। ইত্যাদি। শেখানো হয় যিনি খাবারটি রান্না করছেন, তাঁকে কী করে তারিফ করতে হয়। শিশুরা সঙ্গীতের তালে তালে খুব আনন্দ সহকারে খাবার গ্রহণ করে। খাবার গ্রহণের সময়টাকে ওরা প্রার্থনার অংশ হিসেবে গণ্য করে থাকে।

নিয়মিত স্কুলে খাবারের পাশাপাশি যে বিশেষ দিকগুলোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা হল দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসেবা। যে কোনও কাজ করার পর শিশুরা যাতে হাত ধুতে পারে তারজন্য আছে প্রত্যেকটি ফ্লোরে হাত ধোওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। সেখানে ছবির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া আছে হাত ধোওয়ার গুরুত্ব কী। প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা বাধ্যতামূলক। জাপানি নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এ নিয়ম কঠিনভাবে মানা হয়।

পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি ফ্লোরে আছে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার। বিশেষ শৌচাগার ছাড়াও মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য রয়েছে আলাদা শৌচাগার, প্রত্যেকটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্নাভাবে ব্যবহার করাটাও এদের শিক্ষার একটি জরুরি অংশ। খাদ্য গ্রহণের পর শিশুরা বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিজস্ব শ্রেণিকক্ষ এবং পুরো বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় আঙিনা পরিষ্কার করে। তাদের সাহায্য করেন শিক্ষকরা। দিনের শেষে শরীর চর্চার পর শিশুরা বাড়ি ফেরে।

প্রথম শিক্ষার পর্ব এপ্রিল-জুলাই। এপ্রিলে শিশুরা নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করে। গ্রেড ওয়ানের শিশুদের খুবই জাঁকজমকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাচ্চাদের উচ্চতা, ওজন, বসবার উচ্চতা, স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য (চোখ, কান ও দাঁত) পরীক্ষা করা হয়। বিদ্যালয়ে খেলাধুলা দিবস পালন করা হয়। *শেষাংশ ৮ পাতায় ...*

বিদ্যালয় সুরক্ষা নীতি

বিদ্যালয়ের আঙিনায় শিশু নির্যাতনের ধারাবাহিক ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে শিশুদের সুরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় তৈরি করেছে ''সেফ স্কুল পলিসি''। গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সভাগৃহে এই সেফ স্কুল পলিসি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা। তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের সচিব শ্রীমতী রিচা মিশ্র। শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী অনন্যা চক্রবর্তী এই উদ্যোগের প্রেক্ষাপট দিয়ে আলোচনা করেন। ''এক্সপার্ট কমিটি টু এক্সামিন কারিকুলাম, সিলেবাস অ্যান্ড টেক্ট বুকস''-এর চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার বলেন, আনন্দময় থেকে আতঙ্কময় হয়ে উঠেছে শিক্ষার পরিবেশ। তিনি এ প্রসঙ্গে যশপাল কমিটির ''লার্নিং উইদাউট বার্ডেন'' এর কথা উল্লেখ করেন। শিশু সুরক্ষা আয়োগের কন্সালটেন্ট শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী সেফ স্কুল পলিসির বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি এই পলিসি তৈরিতে যে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহায়তা করেছে তাঁদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি জানান ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক, চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ, বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি, অ্যাকশন এইড অ্যাসোসিয়েশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এই পলিসি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কৌশিক হালদার এবং মাদ্রাসা এডুকেশনের অধিকর্তা আবিদ হোসেন।

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা

এদিনের এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত ''হুল্লোড়'' পত্রিকাটিও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবং কীর্তিকার যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদন "Demystifying School Education"।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা সহ দু'জন প্রতিনিধি এই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৭ পাতার পর ....

যেখানে বাবা-মা ও পরিবারের সকলে মিলে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এছাড়া বিদ্যালয় ট্রিপের ব্যবস্থা থাকে। ফিল্ডট্রিপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রতিবছর অন্য সব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিশেষভাবে কৃষিকাজ করা শিখে থাকে।

শিক্ষাবর্ষের নির্দিষ্ট দিনে অভিভাবকাদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ থাকে। তাঁরা এই দিনে এসে তাদের বাচ্চারা কীভাবে কোথায় ক্লাস করছে, কী শিখছে, ক্লাসের কী কী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন। ক্লাস শেষে সরাসরি ফিডব্যাক দেন এবং অভিভাবিকাদের ফিডব্যাক শিক্ষকরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন।

এইভাবে দ্বিতীয় পর্ব বা সেকেন্ড টার্ম (আগস্ট-ডিসেম্বর) এ তৃতীয় পর্বে নানা বিষয় থাকে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতি টার্ম বা পর্বের রিপোর্ট কার্ড তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে ক্লাসের শিশুরা কী ধরনের ফলাফল করল, তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ, নিয়মানুবর্তিতা, বন্ধু শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের মনোভাব ও সবের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করা হয়।

বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন বেশ করা এবং নিয়মকানুনের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে।

''তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য্য তাদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়-মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্টতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।''

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের শিক্ষা, আষাঢ় ১৩৪৩

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা–৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান : ৬ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য